R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—1

টেলিফোন : ৩৩-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইত্যাদি
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইত্যাদি
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২রা মাঘ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

'ডাকাতি করার হুমকী দিয়েও বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে দুর্ত্তরা'

বিশেষ সংবাদদাতা : আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে গোপালনগরের এক বাড়িতে ডাকাতি করার হুমকী দিয়েছে স্থানীয় এলাকার একদল ডাকাত। ফলে গ্রাম জুড়ে দেখা দিয়েছে আতংক। সংশ্লিষ্ট বাড়ির লোকজনও সাহায্য পাবার আশায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ থানায় সব ঘটনা জানানো হয়েছে। গৃহস্বামীর তরফে তাঁর বাড়ি চড়ে যা'রা হুমকী দিয়ে গেছে তাদের দুজনের নামধামও পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। তারা উভয়েই এই এলাকার কুখ্যাত ডাকাত বলে পুলিশের কাছে চিহ্নিত। তবু এই শাসানি দেওয়ার ঘটনার পরও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারে তৎপর হয়নি। সম্ভবতঃ রঘুনাথগঞ্জ থানায় ওসি সহ অনেক অফিসারের রদবদল করা হচ্ছে দেখেই পুলিশের মধ্যে এ ব্যাপারে বেশ একটা গাঝাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডাকাতি রোধে গোপালনগরের ওই বাড়িটিতে রাইফেলধারী সশস্ত্র পুলিশের পাহারা বসানো হয়েছে। জানা গেছে সংশ্লিষ্ট বাড়িটিতে দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর আগে একবার ভয়াবহ ডাকাতি সংঘটিত হয়। এই শাসানির ঘটনা সম্পর্কে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ওকে অবশ্য কিছুই জানায়নি থানা কর্তৃপক্ষ। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেননি। তবে এস ডি পি ও জানান, ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ পাহারা বসানো হয়ত সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রামবাসীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এদিকে রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় গত কিছুদিন ধরে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যে ভাবে ক্রমাবনতি ঘটছে তাতে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই এখন এই এলাকার নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে শহরে গণবিক্ষোভও দেখা গিয়েছে পুনঃ পুনঃ। সমস্ত ঘটনাই ঘটছে পুলিশী ব্যর্থতার কারণে। এবং একটি ক্ষেত্রেও পুলিশ দুর্ত্তদের ধরতে সফল হয়নি। পুলিশ প্রশাসনে কেন এই ব্যর্থতা—এ প্রশ্ন নিয়ে নানা মহলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, রঘুনাথগঞ্জ থানা আজ চোর-ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে।।

ওসি বদলী হচ্ছেন ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি স্বদেশ সরকারকে লালগোলায় বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় এ থানায় অনেক ফণী সরকারকে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। স্বদেশবাবু দীর্ঘ ৪ বছরেরও বেশী সময় রঘুনাথগঞ্জে কর্মরত রয়েছেন।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ৯ যাত্রী হত, আহত ২৯

বিশেষ সংবাদদাতা : বৃহস্পতিবার কাকভোরে রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে মাইল চারেক দূরে ৩৪নং জাতীয় সড়কে প্রসাদপুরের কাছে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ৯ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৯ জন। এঁদের মধ্যে আশংকাজনক অবস্থায় ৭ জনকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর লেখার সময় তাঁরা মোটামুটিভাবে বিপদমুক্ত বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় পতিত 'যজ্ঞেশ্বর' নামের যাত্রীবাহী ওই প্রাইভেট বাসটি প্রতিদিনের মত বৃহস্পতিবার ভোরে বহরমপুর থেকে ফরাক্কা যাওয়ার উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসছিল। পথিমধ্যে প্রসাদপুরের কাছে বাসটি একটি ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাশের জমিতে গিয়ে পড়ে এবং দুইটি বাবলা গাছের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে এসে যাত্রীদের উদ্ধার করতে থাকে। আহত যাত্রীদের পাঠানো হয় জঙ্গিপুর হাসপাতালে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে ৮ জনের। পরে জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যান আরও একজন। বাসের একজন খালাসীও ঘটনাস্থলে নিহত হন। নিহত যাত্রীদের মধ্যে ৫ জন প্রসাদপুর গ্রামের অধিবাসী। এরা হোলেন সনৎ দাস, হোগল দাস, রাজকুমার দাস, চন্দন দাস, হরিদাস দাস। অবশিষ্ট ৪জন হোলেন নবগ্রামের আবদাল সেখ, দেউলির মানিক মণ্ডল, পাউলির হারু মণ্ডল এবং সেখদীঘির নফর সেখ। মৃতদের মধ্যে সকলেই গ্রাম্য মজুর। ওই বাসে চেপে তারা কাজে আসছিল। এদিকে নিহতদের পরিবারবর্গকে মহকুমা শাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০ টাকা করে এবং রেডক্রশ থেকে ১শো টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর এস পি নেতা প্রদীপ নন্দী (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃতবিদ্য কবিরাজের জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ জানুয়ারী লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিরাজ রোহিণীকুমার রায় ৮৬ বৎসর বয়সে এখানে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক, রবীন্দ্র ভবনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, জঙ্গিপুর পৌরসভার সদস্য ও পৌরপতি, জঙ্গিপুর কলেজ পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য, বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ছাড়াও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পুরসভাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। তিনি চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

রেলগেটে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী

ডেট লাইন মোরগ্রাম রেলগেট, ১২ জানুয়ারী : বেলা পৌনে চার। নলহাটী আজিমগঞ্জ ট্রেন আসার সময়। রেলগেট বন্ধ। এপারে ওপারে বাস ও ট্রাক অপেক্ষমান। একটি ভি আই পি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো. তার পিছনে আর একটি ট্যাক্সি। প্রথম গাড়ীর আরোহীদের মধ্যে উপবিষ্ট দেখা গেল প্রাক্তন রেলমন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গণি খাঁন চৌধুরীকে। রেলগেটের কিপার নির্বিকার। সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালো না কিছুদিন আগের মত। পিছনের গাড়ী (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

লক আউটের কবলে সাড়ে ৬শো কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কার ই এম সিতে লক আউটের ফলে প্রায় সাড়ে ৬শো কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আই এন টি ইউ সি এবং সিটু যৌথ ভাবে কয়েকটি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের ডাক দিলে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ১৭ ডিসেম্বর থেকে এই লক আউট ঘোষণা করেন। এই লক-আউট মীমাংসার জন্য ৩-৪টি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষ বৈঠকটি গত ১২ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে সহকমিশনারের অফিসে বসে। বৈঠক চলাকালীন অফিস চত্বরে কড়া পুলিশ পাহারা বসানো হয়। কিন্তু বৈঠকটিতে শেষ পর্যন্ত কোনো ফায়সালা সম্ভব হয়নি।

ষ্টেটবাসে সশস্ত্র ডাকাতি, লুঠপাট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার মাঝরাতে মালদা থেকে কলকাতাগামী একটি ষ্টেটবাসে সশস্ত্র ডাকাতিতে প্রায় ১০ হাজার টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। ডাকাতদের আক্রমণে ড্রাইভারসহ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। ডাকাতিটি সংঘঠিত (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জেরক্স ঘর
যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা মাঘ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

ঘটনা ও দুর্ঘটনা

গত ১০ই জানুয়ারী বহরমপুর-কালিয়াচক ভায়া রঘুনাথগঞ্জ গামী 'যজ্ঞেশ্বর' যাত্রীবাহী বাসটি যে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহা যেমনই ভয়াবহ, তেমনই মর্মান্তিক। বহরমপুর হইতে ফরাক্কা যাওয়ার এইটি প্রথম যাত্রীবাহী বেসরকারী বাস। এই বাসে গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী জঙ্গিপুর কলেজে প্রাতঃকালীন বিভাগে পড়িবার জন্য আসে। আসেন বহু মানুষ, যাঁহারা রঘুনাথগঞ্জ ও ফরাক্কা বাজারে পণ্যাদির বেসাতি করেন বা অন্য কোন কর্মে যোগ দিতে যান। কাজেই বাসটিতে যথেষ্ট ভীড় হয়। দুর্ঘটনার দিনেও বাসে মানুষের গাদাগাদি এবং সর্বোপরি বাসের ছাদে চালভর্ত্তি বহু বস্তা ছিল। ছাদেও মানুষের ঠাসাঠাসি। প্রসাদপুর গ্রামের কাছে একটি তেলভর্ত্তি ট্যাঙ্কার তীব্র-বেগে আসিবার সময় এই বাসকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং তাহার ফলেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া রাস্তার নিচে শুকনা খাদে উলটাইয়া যায়। ফলাফল সহজেই অনুমেয়। রাশ্চাপা, বস্তাচাপা পিষ্ট হতভাগ্যদের দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। ওধারে অল্প আহত বা গুরুতর আহত মানুষদের কাতর আর্তনাদ। স্থানে স্থানে ভাঙাচোরা বহু জিনিসের ছড়াছড়ি। চাপ চাপ রক্ত, হাড়ের টুকরা—এক বীভৎস দৃশ্য।

উদ্ধারকার্যে ছুটিয়া আসিয়াছেন বহু জন। নানাদিকে দুর্ঘটনাকবলিত মানুষদের বাহির করা হইতেছে। উদ্ধারকার্যের পবিত্র কর্মের মুখোশধারী কিছু মানুষ মতলব হাসিল করিতেছে। অর্থাৎ হতভাগ্য যাত্রীদের জিনিসপত্র সরাইবার প্রচেষ্টায় রত। পুলিশ না আসা পর্যন্ত এই কাণ্ড চলিয়াছিল। ঘটনাস্থলেই আটজনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনা দুইভাবে হয়। প্রথমত গাড়ীর হঠাৎ কোন যান্ত্রিক কারণ দেখা দেয় এবং তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন সুযোগ যদি না পাওয়া যায়, তবে বিপর্যয় ঘটে। ইহা নেহাৎ নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয় প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটে গাড়ীর চালকের অন্যমনস্কতা অথবা বেপরোয়াপনার জন্য কিংবা অন্যগাড়ীর চালকের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে। আলোচ্য দুর্ঘটনা তেল-ট্যাঙ্কারের চালকের দোষেই হইয়াছিল। এক গাড়ী আর এক গাড়ীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ত একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সে সব নিয়মকানুন না মানিয়া বেপরোয়াভাবে চলিলে বিপদ ঘটিবেই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আসিতেছে। আজকাল এমন কোন বেসরকারী বাস দেখা যায় না, যাহার ছাদে মানুষ গিজগিজ করে না। এই রঘুনাথগঞ্জ শহর হইতে যত রুট আছে, সব রুটের বাসেরই ছাদে মানুষ ঠাসা। আবার পাশে ও পিছনে বাদুড়ঝোলা মানুষ পা রাখিবার স্থান পায় না, বাসের ড্রাইভার-কন্ডাকটার আপত্তি করিলে চলে না। যাত্রীদের দাবী না মানিয়া উপায় থাকে না। এই ব্যবস্থা অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার। আর সে জন্য প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে ছাদে মানুষ যাওয়ার জন্য প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। বরং আরও বাড়িয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, জনসংখ্যা বাড়িয়াছে, যাতায়াতও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজকাল সর্বত্র গতির তাত্রতা, তাই দুর্গতির সীমা নাই। পরিবহন সংস্থাকে এই দিক ভাবিতে অনুরোধ করি। ছাদের ভীড় এবং বাদুড়ঝোলা নিরসন করিতে হইলে প্রতি রুটে আরও বাসের ব্যবস্থা করার আশু প্রয়োজন। নূতন বাস দিতে হইবে অথবা বাসের ট্রিপ বাড়াইতে হইবে। সুতরাং পরিবহন সংস্থা ও প্রশাসনকে এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে।

ভিন্নচোখে

বেশ ক'মাস ধরে মানসিক টানা পোড়েনের মধ্যে ছিলাম। দেহতত্ত্বের গানে 'রিপুর খেলা' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। রিপুচক্রের মধ্যে সীমিত থেকে ঈশ্বর প্রদত্ত চোখ দুটি বাস্তব জগতের অলিগলির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 'ভিন্নচোখ' তখন ছিল বন্ধ। অকেজো। এ যেন ঠিক খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথরের মত অবস্থা। কথাটায় বোধহয় একটু তত্ত্বের ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে। এভাবেই দিন কেটে যায়। মাস কেটে যায়। কেটে যায় বছর। কোন কিছু থেমে থাকে না। হেরাক্লিটাস বলেছেন যে আমরা এক নদীর জলে দু'বার অবগাহন করতে পারি না। পরিবর্ত্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। যেমন অনেকে ভেবেছিলেন ভারতবর্ষের কর্মের চাকা অচল হয়ে পড়বে। অচল হয়ে পড়েনি। পূর্ণ গতিতে চাকা ঘুরছে। চাকার কথা বলতে গিয়ে ফেলে আসা বৎসরের সালতামামির কথা এসে পড়বে। সে অনেক কথা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা। দেশের নূতন কর্ণধার। ভূপালের বিভীষিকাময় রাত্রি। মৃত্যুর নগরী ভূপাল। অষ্টম লোকসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন। সালতামামির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে নূতন ইংরেজী বৎসরকে স্বাগত জানাই। পুরাতন বৎসর চলে যায়। নূতন বৎসর আগে।

'নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল আবার আয়ুর পথে।' এসেছে প্রাচুর্যের ঋতু শীত। পাকা ফসলে ভরা ভরেছে। গ্রামবাংলার হেমন্তের জড়ত্ব কেটে গিয়েছে শীতে। তাই ভিন্নচোখের মণি সেন হলুদ রোদে ভরা সর্ষে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নেয়। হলুদ আয়নায় আর এক মণি সেনকে দেখে। সেই মণি সেন ছুটছে। ছুটছে এক জীবন থেকে আর এক জীবনে। এক লক্ষ্য থেকে আর এক লক্ষ্যে। শীতের বেলা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। দৌড়টা শেষ হয় না।

মণি সেন

বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী

ফরাক্কা : গত ১২ জানুয়ারী ফরাক্কা রবীন্দ্র সদন, অর্জ্জুনপুর অগ্রণী মহিলা সমিতি ও ধুলিয়ানের ভ্রাতৃ সংঘের উদ্যোগে ঊনবিংশ শতকে ভারত ইতিহাসের অন্যতম যুগ পুরুষ সাধক-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ফরাক্কা ও ধুলিয়ানের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে দ্বারিকানাথ দাস ও জয়দেব মণ্ডল বলেন, প্রথম বিবেকানন্দের কাছেই বাঙ্গালী যুব সমাজ মাতৃভূমির জন্য মহাবলির আহ্বান পান। পদদলিত জনসাধারণের প্রতিনিধি বিবেকানন্দের বজ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"হে ভারত! ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই, এসব মানুষ, এ সব পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর।

অন্ধজনে দেহ আলো!

ধুলিয়ান : কলকাতার মেসার্স আম্বালী ফাউণ্ডেশনের দানে ও ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ঘোড়ামারায় অবস্থিত বেলাল ভবনে গত ৭ জানুয়ারী থেকে ১৪ জানুয়ারী পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গুজরাট রাজ্য থেকে আগত প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকরা প্রায় ৪৭৫ জন পুরুষ ও মহিলার অপারেশন করেন। বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে লছমীনারায়ণ আগরওয়ালা এক সাক্ষাতকারে জানান, এই কর্মযজ্ঞে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। রোগীরা বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় প্রত্যেককে একটি করে কালো চশমা দেওয়া হয়েছে এবং পরে সকলকে ব্যবহার উপযোগী চশমা দেওয়া হবে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন, এই চক্ষু অপারেশন শিবির সম্পূর্ণ অব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। নামে অজস্র স্বেচ্ছাসেবক কিন্তু কাজের সময় প্রায়জনই গরহাজির। অপারেশনের পর রোগীদের নিজ নিজ বেডে নিয়ে যাওয়ার মত লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে ডাক্তারদের সেকাজ পর্যন্ত করতে হয়েছে। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, অপারেশনের পর ৩৬ ঘন্টার মধ্যে রোগীদের কোন খাবার দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া ৪৭৫ জন রোগীর জন্য নাকি ৩টি বেডপ্যান ২টি প্রস্রাবের পাত্র বরাদ্দ এবং ২ জন নার্স নিযুক্ত ছিল। ৭ দিন ধরে রোগীদের জন্য যে সমস্ত খাবার সরবরাহ করা হয়েছে তা নাকি প্রহসনমূলক বলে গণ অভিযোগ।

আদিবাসীদের উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহে আদিবাসী সাঁওতালদের প্রধান উৎসব সোহরায় শেষ হয়েছে। এই উৎসব চারদিন ধরে চলে। ১ম দিন বিকালে মাঠে পূজা, ২য় দিন বাড়ীতে পূজা, ৩য় দিন গরুর উৎসব, ৪র্থ দিন আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ান। প্রাচীনকালের আদিবাসী গুরুরা তাদের সংগঠিত করার জন্য এই উৎসব প্রবর্তন করেন। এদের কোন পঞ্জিকা নাই, তাই গ্রামের মাঝি হারাম গ্রামের লোকের সঙ্গে বসে সভা করে সহরায়ের দিন স্থির করে থাকেন, ফসল তোলার পর এই পৌষ মাসের শেষে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Supper Thermal Power Project

P. O. NABARUN DIST. MURSHIDABAD (W B.)

Contract Services Department

Tender Notice No. T1/85 & T-2/85

Sealed tenders are invited from experienced and resourceful contractors for the following works :

Sl. No.	Name of work	Approx value of work (In Lakh)	Earnest Money (Rs.)	Cost of tender paper	Completion period
1.	Supply, fabrication & erection of safety slogan boards for FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 551/T-1/85	0·64 Lakhs	Rs. 1280/-	Rs. 25/-	3 Months
2.	Supply & laying of hume pipes at rail & road crossing for fire water system of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 787/T-2/85	0 86 Lakhs	Rs. 1720/-	Rs 25/-	2 Months

Tender documents can be obtained from this Office on payment of Rs 25/- (Rupees twenty five) from 15-1-85 to 29-1-85 from 9·00 to 12·00 hours and 14·30 to 16·00 hours and will be received latest by 30-1-85 at 11·00 hours and will be opened immediataly thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives. Interested parties have to produce proof of registration, credentials, tax clearance certificates at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith tender.

Tenders received late/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running accont bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender papers, alongwith the tender paper at the time of submission.

NTPC does not bind itself to accept the lowest or any other tender and reserves the authority to accept a tender in whole or in part or reject any or all the tenders submitted without assigning any reason.

Deputy Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
(N. T. P. C.)
P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad (W. B.)

কৃষি সংবাদ

'উন্নতমানের বীজ, রাসায়নিক সার ও ওষুধ এই উপকরণগুলি ফসল বাড়ানোর প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু অর্থের অভাবে রাজ্যে অনেক চাষী পরিবারের ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদার এগুলি কিনতে পারেন না। এগুলি যাতে চাষীভাই সহজেই জোগাড় করতে পারেন সেজন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রতি বছরই অনেক কোটি টাকার স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে আসছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকৃত চাষীভাইরা ফসল তোলার অনেক বছর পরেও সেই ঋণ আজও ফেরত দেননি। ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে ঋণ চাষীভাই পেয়ে থাকেন তা হিসার্ভ ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকেন। বর্তমান বছরে কত টাকা এই ব্যাঙ্কগুলি ঋণ হিসাবে পাবে তা নির্ভর করে কত টাকা তারা গত বছরে ফেরৎ দিয়েছেন। বেশীর ভাগ চাষীভাই ঋণ পরিশোধ না করার ফলে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও ঋণ দেওয়ার পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে। ঋণের উৎসগুলি প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ না করি তাহলে আমরা ও আমাদের প্রতিবেশী চাষীভাইরা সামর্থ্য না থাকার ফলে কৃষি উপকরণগুলি কিনতে পারবে না। আমাদের সকলেরই ফলন কমে যাবে। এবং আমাদের সকলের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। এই শোচনীয় পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সকলেরই বকেয়া ঋণ এখনই পরিশোধ করে দিতে হবে।"

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

সশস্ত্র ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) হয়েছে উমরপুর থেকে অনুপপুরের মধ্যে ৩৪নং জাতীয় সড়কে। ডাকাতেরা মালদা থেকে যাত্রী সেজে বাসে উঠে। পরে বাসটি উমরপুর পেরুতেই তারা চলন্ত বাসে যাত্রীদের ভোজালী দেখিয়ে লুঠপাট শুরু করে। পরে সাগরদীঘি পুলিশ এ ব্যাপারে পোপাড়া গ্রামের ৩ কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে ১৩শো টাকা এবং কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। এই ডাকাতিতে জড়িত দুজনকে পুলিশ এখনও খুঁজছে।

প্রাক্তন রেলমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর) থেকে দুজন নেমে এসে গণিখানের সঙ্গে কথা বললেন। গণি খানের অনুরোধে তাঁরা গেট কিপারের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন একবার গেটটা খুলে দিতে। সে অনুরোধ রক্ষিত ও হলো। গাড়ী দুটি চলে গেল। দর্শকদের মধ্যে এতক্ষণে একজন সুরসিক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন—চেয়ার, বুঝলেন সবই চেয়ার। মন্ত্রী গণিখান এখন মানুষ গণিখান, কিন্তু গেটকিপার সরকারী চাকুরে গেটকিপার। তাই সেলাম আর উঠে এলো না—হাত কপালে ঠেকলো না।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর) টেলিফোনে এই দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পি এ শ্রীনন্দীকে এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তদের সাধ্যমত সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রদীপবাবু জানান, এস ডি ও নিহতদের পরিবারবর্গকে এক মাসের জি আর দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ইষ্টকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিস্বা
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেবগঞ্জ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।